প্রথম আলো

May-05

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণ করার আহ্বান

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার কমাতে তামাকপাতা (সাদা পাতা) প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। একই সঙ্গে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

গতকাল শনিবার ঢাকার শ্যামলীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রশিক্ষণকক্ষে আয়োজিত 'ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় এ আহ্বান জানানো হয়। সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোখলেছুর রহমান এবং তামাকবিরোধী নারী জোটের সমন্বয়ক সৈয়দা সাঈদা আক্তার।

তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমাতে সংস্থাটির পক্ষ থেকে কয়েকটি সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে, তামাকজাত পণ্য বাজারজাতকরণে প্যাকেজিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং করের আওতায় আনা, সরকারের পক্ষ থেকে সাদা পাতাকে তামাকজাত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করা, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে আইন অনুযায়ী সঠিক সচিত্র সতর্কবাণী রাখা ও তা তদারক করা, ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বিলুপ্ত করে সিগারেট ও বিড়ির মতো 'খুচরা মূল্যের' ভিত্তিতে করারোপ করা, ১৮ বছরের কম বয়সীদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি না করা এবং বিদ্যমান আইনের সংশোধন করে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার সুপারিশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এতে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যানসার রিসার্চ অ্যান্ড হসপিটালের সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ তালুকদার, জাতীয় তামাকবিরোধী প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ক মাহফুজুর রহমান ভূঞাসহ তামাকবিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীরা। বিজ্ঞপ্তি

May-04

২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ

bssnews.net/bangla
ঢাকা , ৪ মে, ২০১৯ (বাসস) : ঢাকার শ্যামলীতে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রশিক্ষণ কক্ষে আজ “ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে করণীয় ”শীর্ষক এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপত্বিত করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ক্যান্সার রির্সাচ এন্ড হসপিটাল এর সহযোগী অধ্যাপক ডা: হাবিবুল্লাহ তালুকদার, জাতীয় তামাক বিরোধী প্লাট ফর্মের কো-অডিনেটর ডা: মাহফুজুর রহমান ভূঞাঁ প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তরা বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য শরীরের জন্য সরাসরি একশতভাগ ক্ষতিকর। তামাকের ক্ষতি হ্রাস করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ।মিডিয়া এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে মাঠ পর্যায়ে মানুষের কাছে যেতে হবে এবং তাদেরকে বোঝাতে হবে উল্লেখ করে তারাবলেন, সরকারকেও সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব। সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিবেদন প্রদান করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের এর প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান ও তামাক বিরোধী নারী জোটের সমন্বয়কারী সাঈদা আক্তার।

http://www.bssnews.net/bangla/?p=111728&print=print

risingbd.com

May-04

তামাকমুক্ত দেশ গড়তে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ

হাসান মাহামুদ: *রাইজিংবিডি ডট কম*

প্রকাশ: ২০১৯-০৫-০৪ ৭:৪৯:৩৬ পিএম || আপডেট: ২০১৯-০৫-০৪ ৭:৪৯:৩৬ পিএম

Seminar on
Use of Smokeless Tobacco
and
Future Action for Tobacco Free Bangladesh by 2040
Training Room
04 May 2019
Organized by:
Health
Dhaka Ahsania M

নিজস্ব প্রতিবেদক: ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। শনিবার শ্যামলীতে অবস্থিত ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রশিক্ষণ কক্ষে ‘ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তারা একথা উল্লেখ করেন।সভায় বক্তরা বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য শরীরের জন্য সরাসরি শতভাগ ক্ষতিকর। তামাকের ক্ষতি হ্রাস করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। মিডিয়া এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে মাঠ পর্যায়ে মানুষের কাছে যেতে হবে এবং তাদেরকে বোঝাতে হবে। অন্যদিকে সরকারকেও দেশে সকল প্রকার তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব হবে।অনুষ্ঠানে সভাপত্বিত করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার রিসার্চ এন্ড হসপিটালের সহযোগী অধ্যাপক ডা হাবিবুল্লাহ তালুকদার, জাতীয় তামাকবিরোধী প্ল্যাটফর্মের কো-অর্ডিনেটর ডা: মাহফুজুর রহমান ভূঁঞা, এস এ টেলিভিশনের অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর এম এম বাদশা, তামাকবিরোধী নারী জোটের কো-অর্ডিনেটর সৈয়দা সাঈদা আক্তার, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটির পরিচালক খন্দকার রিয়াজ হোসেন, এইড ফাউন্ডেশনের আব্দুল কাদের রাজু এবং তামাকবিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ ও স্বাস্থ্য সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীরা।সভায় পাওয়ার পয়েন্টে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো মোখলেছুর রহমান ও তামাকবিরোধী নারী জোটের সমন্বয়কারী সাঈদা আক্তার।৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব) তামাক ব্যবহার করে যার মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী২ কোটি ২০ লাখ, পানের সাথে তামাক (জর্দা ও সাদাপাতা) মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মধ্যে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ (২ কোটি) (১৪ দশমিক ৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও ২৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারী), গুল ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মধ্যে৩ দশমিক ৬ শতাংশ (৩৯ লক্ষ)(৩ দশমিক ১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং ৪ দশমিক ১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারী)।অনুষ্ঠানে জানানো হয়, নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ রিস্ক ফ্যাক্টর সার্ভে, বাংলাদেশ ২০১০, তথ্যমতে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে জর্দার চেয়ে সাদাপাতা ব্যবহারের হার দৈনিক৭ দশমিক ১ গুণ বেশি।অনুষ্ঠানে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে বিভিন্ন উদ্যাগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাদাপাতা প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা, বাজারজাতকরণে প্যাকেজিং এর ব্যবস্থা করা এবং কর জালের মধ্যে নিয়ে আসা। সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সাদাপাতা তামাকজাত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে আইন অনুযায়ী সঠিক সচিত্র সর্তকবাণী মূদ্রনের ব্যবস্থা করা এবং তা পর্যবেক্ষণ করা। ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বিলুপ্তকরে সিগারেট ও বিড়ির মত ‘খুচরা মূল্যের’ ভিত্তিতে করারোপ করা। আইন অনুযায়ী, তামাকজাত দ্রব্য ১৮ বছরের কম কারো কাছে বিক্রি না করা। বর্তমান আইন সংশোধন করে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা।

http://www.risingbd.com/national-news/296827

নতুন বার্তা

May-04

২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ

নতুন বার্তা, ঢাকা:

Published : Saturday, 4 May, 2019 at 4:59 PM

Seminar on
Use of Smokeless Tobacco
and
Future Action for Tobacco Free Bangladesh by 2040
Training Room
04 May 2019
Organized by:
Health
Dhaka Ahsania M

৪ মে, শনিবার, ঢাকার শ্যামলীতে অবস্থিত ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রশিক্ষণ কক্ষে সকাল ১০টায় “ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে করণীয় ”শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তরা বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য শরীরের জন্য সরাসরি একশতভাগ ক্ষতিকর। তামাকের ক্ষতি হ্রাস করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। মিডিয়া এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে মাঠ পর্যায়ে মানুষের কাছে যেতে হবে এবং তাদেরকে বোঝাতে হবে। অন্যদিকে সরকারকেও সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, ন্যাশনাল ইন্সিটিউট অব ক্যান্সার রির্সাচ এন্ড হসপিটাল এর সহযোগী অধ্যাপক ডা: হাবিবুল্লাহ তালুকদার, জাতীয় তামাক বিরোধী প্লাট ফর্মের কো-অডিনেটর ডা: মাহফুজুর রহমান ভূঞাঁ, এস এ টেলিভিশনের এসাইনমেন্ট এডিটর এম এম বাদশা, তামাক বিরোধী নারী জোটের কো-অডিনেটর সৈয়দা সাঈদা আক্তার, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি পরিচালক খন্দকার রিয়াজ হোসেন, এইড ফাউন্ডেশনের আব্দুল কাদের রাজু সহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ ও স্বাস্থ্য সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীগণ। এ সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিবেদন প্রদান করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের এর প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান ও তামাক বিরোধী নারী জোটের সমন্বয়কারী সাঈদা আক্তার। ৩৫.৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব) তামাক ব্যবহার করে যার মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী ২ কোটি ২০ লক্ষ, পানের সাথে তামাক (জর্দা ও সাদাপাতা) মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মধ্যে ১৮.৭% (২ কোটি) (১৪.৩ % প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও ২৩.০% প্রাপ্ত বয়স্ক নারী), গুল ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মধ্যে৩.৬% (৩৯ লক্ষ)(৩.১% প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ এবং ৪.১% প্রাপ্ত বয়স্ক নারী), Non Communicable Disease Risk Factor Survey Bangladesh [illegible] সাদাপাতা ব্যবহারের হার দৈনিক ৭.১ গুন বেশি । ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার কমাতে বিভিন্ন উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন ১. সাদাপাতা প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলোকে রেজিষ্ট্রেশনের আওতায় আনা, বাজারজাতকরণে প্যাকেজিং এর ব্যবস্থা করা, এবং কর জালের মধ্যে নিয়ে আসা।২. সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সাদাপাতা তামাকজাত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ৩. ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে আইন অনুযায়ী সর্ঠিক সচিত্র সর্তকবাণী মূদ্রনের ব্যবস্থা করা এবং তা মনিটর করা।৪. ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বিলুপ্ত করে সিগারেট ও বিড়ির ন্যায়‘খুচরা মূল্যের’ ভিত্তিতে করারোপ করা; ৫. আইন অনুযায়ী, তামাকজাত দ্রব্য ১৮ বছরের কম কারো কাছে বিক্রি না করা; ৬. বর্তমানের আইনের সংশোধন পূর্বক সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করা।

http://www.natun-barta.com/46142/102/২০৪০-সালের-মধ্যে-বাংলাদেশকে-তামাকমুক্ত-করতে-প্রয়োজন-সমন্বিত-পদক্ষেপ

The BD Express
world wide bangla news express

May-04

বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ

Seminar on
Use of Smokeless Tobacco
and
Future Action for Tobacco Free Bangladesh by 2040
Training Room
04 May 2019
Organized by:
Health
Dhaka Ahsania M

স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের উদ্যোগে “ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে করণীয় ”শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তরা বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য শরীরের জন্য সরাসরি একশতভাগ ক্ষতিকর। তামাকের ক্ষতি হ্রাস করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকারকেও সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মিডিয়া এক্ষেত্রে বিরাট ভ’মিকা পালন করতে পারে। তবে মাঠ পর্যায়ে মানুষের কাছে যেতে হবে এবং তাদেরকে বোঝাতে হবে। তাহলে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব। ৪ মে, শনিবার, সকাল ১০টায় ঢাকার শ্যামলীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রশিক্ষণ কক্ষে আলোচনা সভায় সভাপত্বিত করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, ন্যাশনাল ইন্সিটিউট অব ক্যান্সার রির্সাচ এন্ড হসপিটাল এর সহযোগী অধ্যাপক ডা: হাবিবুল্লাহ তালুকদার, জাতীয় তামাক বিরোধী প্লাট ফর্মের কো-অডিনেটর ডা: মাহফুজুর রহমান ভূঞাঁ, এস এ টেলিভিশনের এসাইনমেন্ট এডিটর এম এম বাদশা, তামাক বিরোধী নারী জোটের কো-অডিনেটর সৈয়দা সাঈদা আক্তার, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি পরিচালক খন্দকার রিয়াজ হোসেন, এইড ফাউন্ডেশনের আব্দুল কাদের রাজু সহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ ও স্বাস্থ্য সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীগণ। এ সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিবেদন প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের এর প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান ও তামাক বিরোধী নারী জোটের সমন্বয়কারী সাঈদা আক্তারসহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

https://thebdexpress.com/2019/05/04/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%95%e0%a6%b0/

May-05

২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ

(এটিএমবাংলা.টিভি) : ঢাকার শ্যামলীতে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের প্রশিক্ষণ কক্ষে আজ “ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে করণীয় ”শীর্ষক এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপত্বিত করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ক্যান্সার রির্সাচ এন্ড হসপিটাল এর সহযোগী অধ্যাপক ডা: হাবিবুল্লাহ তালুকদার, জাতীয় তামাক বিরোধী প্লাট ফর্মের কো-অডিনেটর ডা: মাহফুজুর রহমান ভূঞাঁ প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তরা বলেন, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য শরীরের জন্য সরাসরি একশতভাগ ক্ষতিকর। তামাকের ক্ষতি হ্রাস করতে প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ। মিডিয়া এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে মাঠ পর্যায়ে মানুষের কাছে যেতে হবে এবং তাদেরকে বোঝাতে হবে উল্লেখ করে তারা বলেন, সরকারকেও সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব। সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিবেদন প্রদান করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের এর প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান ও তামাক বিরোধী নারী জোটের সমন্বয়কারী সাঈদা আক্তার+বাসস

http://atmbangla.tv/2019/05/04/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%AA%E0%A7%A6-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87/